ঋণ নিয়ে ভাগ্য বদলের কাহিনী

নাম-মো: কাফি আহমেদ চৌধুরী
পিতার নাম: মৃত সুলতান আহমেদ চৌধুরী
ঠিকানা- গ্রাম: চৌধুরীপাড়া, ডাকঘর: গোবরা, উপজেলা :গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ,
মোবাইল নং-০১৭২৫৬৯৩২৭০
সদস্য কোডঃ ৩৫৩২-০২৬-০০৮

জনাব **মো: কাফি আহমেদ চৌধুরী** এইচ.এস.সি পাস করা একজন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত যুবক। তিনি অবসরকালীন সময় কাটানোর জন্য ছোট একটা দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু পর্যাপ্ত টাকার অভাবে ব্যবসা বড় করতে পারছিলেন না। এমতাবস্তায়, বিভিন্ন এনজিওর দারস্ত হতে শুরু করলেন, কিন্তু তাদের সুদের হার অধিক হওয়ায় তাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারছিলেন না। তখন হতাশ হয়ে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করার পর অবশেষে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোপালগঞ্জ সদর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জানতে পারি, তাদের সুদের হার মাত্র ১১%, যা তার জন্য সহনীয় ও স্বস্তিদায়ক। অবশেষে এসএফডিএস কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোপালগঞ্জ সদর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ ফরহাদ এর কাছ থেকে ০১-১২-২০১৫ ইং তারিখে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ের হাল ধরেন। ধীরে ধীরে তার ব্যাবসার উন্নতি হতে লাগল, ফলে তার মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে কোন রকম অসুবিধা হতো না। ক্রমান্বয়ে জনাব মো: কাফি আহমেদ চৌধুরী পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে শুরু করল। বর্তমানে তিনি এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়-এর মাধ্যমে ০৬-১১-২০১৬ ইং তারিখে দ্বিতীয় দফায় ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেছেন।

গাভীর খামারে স্বপ্নপূরণ

নাম - মোসাঃ লিপি বেগম
স্বামীর নাম- বেলায়েত শেখ
ঠিকানা- গ্রাম: আদর্শগ্রাম মানিকদহ,
ডাকঘর: মানিকদহ,
উপজেলা: গোপালগঞ্জ সদর, জেলা: গোপালগঞ্জ
মোবাইল নং : ০১৭৫৯২৯১১৭২
সদস্য কোড : ৩৫৩২-০০১-০১৩

আমি জে.এস.সি পাস করা একজন দরিদ্র গৃহিণী। আমার স্বামী একজন দরিদ্র রিক্সা চালক। রিক্সা চালিয়ে ও ক্ষেতে দিন মজুর করে তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে কোনোভাবে ভীষণ কষ্টে দিন কাটছিল। তখন আমি ভাবছিলাম কিভাবে স্বামীকে সাহায্য করে সংসারের একটু উন্নতি করা যায়। এই সময়ে মাঠ সংগঠক লিয়া সাবরিন-এর সাথে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে প্রাথমিকভাবে ২৮-০৮-২০১৪ সালে ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) ঋণ দেন। তা দিয়ে আমি কিছু হাঁস মুরগী ও একটা গাভী ক্রয় করি। এগুলোর পরিচর্যা করে আমার ভাগ্য ফিরে যায়। বর্তমানে আমি সঞ্চিত অর্থ ও এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোপালগঞ্জ সদর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে দ্বিতীয় দফায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে দুইটা গাভী ক্রয় করি যা আমাকে আর্থিকভাবে অনেকটা সাবলম্বি করেছে। আমি এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

আমার পরিবারের আলোক বর্তিকা এসএফডিএফ

নাম - মোঃ শহীদুল ইসলাম
পিতার নাম- মোঃ জাকির শেখ
ঠিকানা-গ্রামঃ চর সোনাকুর, ডাকঘড়ঃ গোপালগঞ্জ সদর
উপজেলা : গোপালগঞ্জ সদরু, জেলা: গোপালগঞ্জ।
মোবাইল নং ০১৯১৪০৫০৫৪১
সদস্য কোডঃ ৩৫৩২-০২৬-০১৪

বাবা-মা সহ আট সদস্য পরিবারের সন্তান আমি। বাবা ছিলেন একজন ছোট ব্যবসায়ী। আমি ছিলাম এস.এস.সি পাস করা একজন বেকার যুবক। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ভরণপোষন-এর দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ে, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। অনন্যোপায় হয়ে গ্রামের এক বন্ধুর মাধ্যমে আমি এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প গোপালগঞ্জ সদর উপ আঞ্চলিক কার্যালয়ে যাই। এরপর এসএফডিএফ-এর কাছ থেকে ০১-১২-২০১৫ তারিখে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে বাবার ব্যাবসায়ের হাল ধরি। এসএফডিএফ - এর ঋণের বদলৌতে অল্প অল্প করে আমার জীবনের গল্প বদলে যাতে লাগলো। আমার ব্যাবসার উন্নতি হতে লাগল, ফলে আমার মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে কোনোরকম অসুবিধা হতোনা। এরপর আমি এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প গোপালগঞ্জ সদর ,অঞ্চল গোপালগঞ্জ থেকে ০৬-১১-২০১৬ ইং তারিখে দ্বিতীয় দফায় ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে ব্যবসার প্রসার করি।

পান চাষির গল্প

নাম: শ্রীপতি মন্ডল,
পিতা: অনাদী মন্ডল,
গ্রাম: চরকুশলী, ডাক: কুশলী ইসলামিয়া,
উপজেলা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা:গোপালগঞ্জ,
মোবাইল নম্বর-০১৮৫৪২৮৩৬৭৫

পান চাষ করে যে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমি শ্রীপতি মন্ডল। আমাদের গ্রামে প্রচুর পান চাষ হয়। ছোট বেলা দেখে আমারও ইচ্ছা ছিল পান চাষ করে স্বাবলম্বী হবার। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ছিল পুজি। গরিব ঘরের সন্তান হওয়ায় ছিল না কোন সঞ্চয়। হঠাৎ একদিন গ্রামে আসেন দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব পলাশ কুমার মন্ডল তিনি আমার পরিকল্পনা শুনে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনি আমাদের অফিসে আসুন। তিনি আমাকে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আমার জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ঋণ দিয়ে বলেন, আপনি পান চাষ শুরু করুন। আপনাকে যত ধরণের সহযোগিতা লাগে আমরা দেব। তার আশ্বাসে আমি পান চাষ শুরু করলাম। ভগবানের কৃপায় আমি আজ সফল পান ব্যবসায়ী। বর্তমানে আমার ঋণের দ্বিতীয় দফা সঞ্চয় স্থিতি-১০,২৯৫/-এবং বিনিয়োগ স্থিতি-৭৭,৬৯৫/-। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ণ ফাউন্ডেশন হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে পানের বরজে কাজে লাগিয়ে আমি লাভবান হয়েছি এবং ব্যবসায় অনেক উন্নতি করেছি।

মছিরনের সফলতা

নাম-মোছা: মছিরন,
স্বামী-মো: আরব আলী
গ্রাম-পোনা , ডাক-কাশিয়ানী
থানা- কাশিয়ানী , জেলা-গোপালগঞ্জ।
মোবাইল নং-০১৮৭১৯৬৮৩০৪ (ছেলে)।

মোছা: মছিরন এ পর্যন্ত তিন বার ঋণ নিয়ে ছেলে ও স্বামীর সহযোগীতায় কৃষি কাজ, বাড়িতে হাঁস মুরগী পালন, ছেলেকে দিয়ে কাচামালের ব্যবসা করে সংসারের আয় প্রায় ৮,০০০-১০,০০০/- টাকা বৃদ্ধি করে এখন তিনি সাবলম্বী। রাশিদা বেগম ১ম ও ২য় পর্যায়ের ঋণের কিস্তি সফলভাবে পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে তিনি ৩য় দফায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এখন তার ছেলের দোকান অনেক বড় এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি আয় হয়। তার বর্তমান ঋণ ৩০,০০০/-(আসল), ঋণ স্থিতি- ২২,৪০০/- , সঞ্চয় আছে ৪,৭২০/-

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে ব্যবসার প্রসার

নাম-মো: লিটন শরীফ ,
পিতা-মৃত আব্দুল হাশেম শরীফ
গ্রাম- খাঁরহাট , ডাক-কাশিয়ানী
থানা- কাশিয়ানী , জেলা-গোপালগঞ্জ।
মোবাইল নং-০১৯৩৭৬৭৫৬৪৩।

জনাব মো: লিটন শরীফ, তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা ঋণ নিয়ে বাড়িতে পোল্ট্রি ফার্ম ও বাজারে কাঁচামালের এর ব্যবসা করে আজ একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মাসিক আয় প্রায় ২৫,০০০/-(পচিঁশ হাজার টাকা)। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও দক্ষ উদ্যোগী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অনেকদিন যাবৎ নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিকে ভালভাবে চালাতে পারছিলেন না । তার অন্যতম কারণ হল প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব। এরপর তিনি দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় কাশিয়ানী উপ-অঞ্চল অফিস থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণের অর্থ দিয়েই এখন সে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তার বর্তমান ঋণ স্থিতি- ১৭,৭৬০/- , সঞ্চয় আছে ৬,৭৭০/-

রাশিদার গোয়ালে এখন তিনটি গাভী

সদস্যের নাম-রাশিদা বেগম
স্বামীর নাম-হোসেন মোল্লা
কেন্দ্র: বাইখীর-০১ নং

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বোয়ালমারী উপ-অঞ্চলের বাইখীর গ্রামে ২০১৪ ইং সালে জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র খোলা হয়। বাইখীর গ্রামে রাশিদা বেগম ছিলেন সহায়সম্বলহীন এক হত দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তার জীবনে কোন স্বপ্ন ছিল না। পরবর্তীতে তিনি ০৮/০৪/২০১৪ইং সালে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে বাইখীর-০১ নং কেন্দ্র থেকে ১ম পর্যায় ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি একটি গাভী ক্রয় করেন। এভাবে তার স্বপ্ন যাত্রা শুরু হয়। রাশিদা বেগম ১ম পর্যায়ের ঋণের কিস্তি সফলভাবে পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২য় দফায় ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি আর ও একটি গাভী ক্রয় করেন। তিনি এই দুটো গাভী সফলভাবে পালন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তার ১ম গাভীটির বাছুর হয়। এখন সে তার সংসারে অর্থ দিয়ে তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। বাইখীর গ্রামে রাশিদা বেগম অনান্য মহিলাদের জন্য একজন আদর্শ। তিনি তার ২য় পর্যায়ের ঋণের কিস্তি সফলভাবে পরিশোধ করেন এবং ৩য় দফায় তিনি ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকাই তিনি আরও একটি গাভী ক্রয় করেন। এখন তার গোয়ালে তিনটি গাভী রয়েছে। তিনি ভবিষৎতে একটি গাভীর খামার করার স্বপ্ন দেখছেন। আর তার এই স্বপ্ন বাসত্মবায়নের পাশে রয়েছে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্প।

সদস্যের নামঃ অনিতা রাণী দে।

স্বামীর নামঃ অশোখ কুমার দে।

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় বোয়ালমারী উপ-অঞ্চলের কলারণ গ্রামে ২০১৪ ইং সালে জানুয়ারী মাসে কেন্দ্র খোলা হয়। অনিতা রাণী দে ছিলেন একজন অত্যমত্ম গরীব সংসারের গৃহিনী। তাদের অভাবের সংসারে আয় বলে বলার মত তেমন কিছু ছিল না।তার স্বামীর দৈনিক মজুরি খেটে যা পেতেন তা দিয়ে কোন মতে দু-মুঠো ভাত যোগার করা তাদের জন্য খুবই কষ্ট দায়ক ব্যপার ছিল। তবে দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্পটি তাদের ভাগ্য ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। অনিতা রাণী দে কলারণ-০২ নং কেন্দ্র থেকে ১ম পর্যায় ১৫০০০/-(পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তার স্বামীকে একটি চায়ের দোকান করে দেন ।এতে করে তার স্বামীর আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনিতা রাণী দে ১ম দফায় ঋণের কিস্তি সফলভাবে পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২য় দফায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকাই তিনি তার স্বামীর চায়ের দোকান আরও বড় করে সেখানে মালামাল উঠায়ে ব্যবসা শুরু করেন। কলারন গ্রামে অনিতা রাণী দের সাফাল্যকে সবাই এখন অনেক বড় করে দেখছেন। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বোয়ালমারী উপ-অঞ্চলের কলারন গ্রামে অনান্য মহিলারা অনিতা রাণী দে মত বিভিন্ন ব্যবসা শুরু করেছেন। অনিতা রাণী দে তার দ্বিতীয় দফার ঋণের কিস্তিও সফলভাবে পরিশোধ করেন। এবং তৃতীয় দফায় তিনি ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকাসহ তার ব্যবসার জমানো টাকা দিয়ে অনিতা রাণী দে একটি ঘড় তৈরি করেন। যা তার ছিল একটি স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন বাসত্মবায়নের সঙ্গে ছিল দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণ প্রকল্প।

ফাতেমার ছেলে হলো অটোভ্যানের মালিক

মোছা: ফাতেমা বেগম (৪৫) স্বামী-রায়হান মোল্যা গ্রাম +ডাকঘর: নগরকান্দা, উপজেলা: নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্য ক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের দেলবারিয়া ১নং মহিলা সমিতির সদস্য। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের নগরকান্দা উপ -আঞ্চলিক কার্যালয় হতে প্রথম দফায় ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা) ঋণ নেন। ঋণের টাকা ও সাথে তার থাকা মূলধন দিয়ে তার ছেলের জন্য একটি অটো ভ্যান ক্রয় করেন। অটো ভ্যান চালিয়ে তার ছেলে দৈনিক প্রায় ৫০০/-(পাঁচশত টাকা) আয় হয়। আয়ের টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন।বর্তমানে মোছা: ফাতেমা বেগম দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০/-(বিশ হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন।যা থেকে বর্তমানে আমার সংসারের অনেকটা সচ্ছলতা ফিরেছে।

বাঁশ ও বেত শিল্পে স্বপ্না

সদস্যের নাম-শ্রীমতি স্বপনা রানী দাস,
মোবাইল নং-০১৭১৩৬৬০২৩৮
স্বামীর নাম-শ্রী সুজয় দাস
আই, ডি নং ৩৫৫৮-০২০-০০৬)

শ্রীমতি স্বপ্না রানী দাস, স্বামী-শ্রী সুজয় দাস , মুকসুদপুর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় হতে নারায়নপুর -২০ নং কেন্দ্র হতে প্রথমে ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) নিয়ে তারা কিছু বেত আর বাঁশ কিনে তারা তাদের কুটির শিল্পের কাজে লাগান, এতে তাদের ঐ টাকা হতে প্রায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) লাভ হয় বলে তাদের কাছে জানা গেছে। এর পর তারা দ্বিতীয় দফায় ২৫,০০০/-(পচিঁশ হাজার টাকা) লোন নিয়ে পুনরায় বাঁশ ও বেত ক্রয় করে তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়া তারা একদিকে যেমন তাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দরভাবে লেখাপড়া শিখাতে পারতেছে তেমনি লোনের টাকা ও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছেন। সুতারং বলা যায় যে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে লোন নিয়ে তাদের দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছে এবং তাদের পরিবারকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ঋণ

অনিতার মাটির হাড়ি পাতিল ব্যবসা

সদস্যের নাম-শ্রীমতি অনিতা রানী মন্ডল ,
স্বামীর নাম-শ্রী সুখদেব মন্ডল
আই, ডি নং-৩৫৫৮-০১৫-০১০

শ্রীমতি অনিতা রানী মন্ডল ,স্বামী-শ্রী সুখদেব মন্ডল, মুকসুদপুর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের লোহাচুড়া -১৫ নং কেন্দ্র হতে প্রথম দফায় ১৫০০০/- (পনের হাজার টাকা) নিয়ে তারা তাদের মাটির হাড়ি পাতিল ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করেন। তাতে অনেক টাকা আয় হয়। এবং তারপর তারা দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০/-(বিশ হাজার টাকা) লোন নিয়ে পুনরায় ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করে তারা আর্থিকাভাবে সাবলম্বী হয়েছেন। এছাড়া তারা একদিকে যেমন তাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দরভাবে লেখাপড়া শিখাতে পারছেন তেমনি লোনের টাকা ও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছেন। সুতারং বলা যায় যে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে লোন নিয়ে তাদের দারিদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হচ্ছেন এবং তাদের পরিবারকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

দিবা রানীর গাভী পালন

দিবা রানী দাস, গাভী পালন

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার দিবা রানী দাস, বড়হাটী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে বসবাস করেন। তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এমতাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাঠ সংগঠক জনাব, সেলিম রেজার পরামর্শে বড়হাটী ক্ষুদ্র মহিলা কেন্দ্র কোড-০১ এর সদস্য হিসাবে অমত্মরভুক্ত হন। সদস্য হবার কয়েক সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করে প্রথমভার ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তার জামানতের কিছু টাকা এক সাথে করে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। এক বছর পর বাছুরটি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বিক্রয় করেন। এর মধ্যে ঋণ এর ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কিস্তি পরিশোধ করেন। তারপর দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নেন। ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ও তাহার জমাকৃত টাকা দিয়ে একটি বকনাসহ গাভি ক্রয় করেন। গাভিটি বর্তমানে ৪ (চার) থেকে ৫ (পাঁচ) লিটার দুধ দেয়। দুধ বিক্রি টাকা দিয়ে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং তার হাতে বাকি টাকা সঞ্চয় জমা থেকে যায়। এখন তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি এসএফডিএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ।

গাভী পালনে খুদেজার সফলতা

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার খুদেজা বেগম, কাওছার হাটি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে বসবাস করেন। তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এমতাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাঠ সংগঠক জনাব, সেলিম রেজার পরামর্শে বড়হাটী ক্ষুদ্র মহিলা কেন্দ্র কোড-০২ এর সদস্য হিসাবে অন্তরর্ভূক্ত হন। সদস্য হবার দুই সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করে প্রথমভার ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তার কামানো আর কিছু টাকা এক সাথে করে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা দিয়ে একটি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। এক বছর পর বাছুরটি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বিক্রয় করেন। এর মধ্যে ঋণ এর ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কিস্তি পরিশোধ করেন। তার পর ২য় বার ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নেন। ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ও তাহার জমাকৃত টাকা দিয়ে একটি বকনা সহ গাভি ক্রয় করেন। গাভিটি বর্তমানে ৩ (তিন) থেকে ৪ (চার) লিটার দুধ দেয়। দুধ বিক্রি টাকা দিয়ে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং তার হাতে বাকি টাকা সঞ্চয় জমা থেকে যায়। এখন তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি এসএফডিএফ এর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

ছাগল পালনে সফল মিঠামইনের জহরা খাতুন

জহুরা খাতুন
মোবাইল নং -০১৯৩৩২৭৯৮১০

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার জহরা খাতুন, মৌলভীপাড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপার্জনের কোন উৎস ছিল না। এমতাবস্থায়, তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ সংগঠ ক জনাব সেলিম রেজা এর পরামর্শে মৌলভীপাড়া ক্ষুদ্র মহিলা কেন্দ্র কোড-০৩ এর সদস্য হিসাবে অন্তরর্ভূক্ত হন। সদস্য হবার পর দুই সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করে প্রথম দফায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে ০৪ (চার) টি বাচ্চাসহ দুইটি ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল দুটি দৈনিক ১-২ লিটার দুধ দেয়। ছাগলের দুধ বিক্রয় করে প্রথম দফার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় দফায় সে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে আর উন্নতমানের ০৪ (চার)টি ছাগল ক্রয় করেন। প্রতি বছরে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার বাড়িতে বর্তমানে ১২ (বার)টি ছাগল রয়েছে। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে তার আর কোন সমস্যা হচ্ছে না । ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সদস্য হওয়ায় তার জীবনে উন্নতি হচ্ছে। সে সমিতির প্রতি খুব আন্তরিক। ভবিষ্যৎ আরো ঋণ নিয়ে ছাগলের ফার্ম করবে বলে তার চিন্তাধারা রয়েছে। তিনি এসএফডিএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ।

হাঁস পালনে স্বাবলম্বী সবজাহান

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার সবজাহান, মহিষারকান্দি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে বসবাস করেন। তার উপার্জনের কোন উৎস ছিল না। এমতাবস্থায়, তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ সংগঠক জনাব, সাআদুজ্জামান এর পরামর্শে মহিষারকান্দি ক্ষুদ্র মহিলা কেন্দ্র কোড-০২ এর সদস্য হিসাবে অন্তরর্ভূক্ত হন। সদস্য হবার দুই সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করে প্রথম দফায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে ১২০টি হাঁস ক্রয় করেন। হাঁস পালনের মাধ্যমে সে দৈনিক ৮০-১০০টি ডিম বিক্রি করেন। হাঁসের ডিম বিক্রয় করে প্রথম দফার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় দফায় সে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে আর ২৫০টি হাঁস ক্রয় করেন। বর্তমানে সে ২০০-২৩০ টি ডিম বিক্রয় করে। বর্তমানে তাহার কিস্তি দিতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সদস্য হওয়ায় তার জীবনে উন্নতি হওয়ায় সে তার পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছে। সে সমিতির প্রতি খুব আন্তরিক। তিনি এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর কাছে কৃতজ্ঞ।

রাশিদা খাতুনের দিন বদলের পালা

রাশিদা খাতুন
স্বামী নাম- মোঃ শুক্কুর আলী
মোবাইল নং-০১৭৯৯৫৮৭৫৪৭

দিনবদলের পালায় আজ অনেক নারীদের মধ্যেই চেতনা জাগ্রত হয়েছে। পরিবারের অচলাবস্থায় সামাজিক নানা সমস্যা থাকার পরেও থেমে নেই নারীর সাবলম্বী হওয়ার কাহিনী। পুরুষের পাশাপাশি সংসারের হাল ধরে নারীরা স্বাবলম্বী হয়েছেন এমন কাহিনী কমই শোনা যায়। তেমনই এক নারী সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ঘোষ পাড়া গ্রামের মো: শুকুর আলী স্ত্রী রাশিদা খাতুন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর সাতক্ষীরা সদর -৩১ কেন্দ্রের সদস্য। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ১৮/০৬/২০১৪ইং প্রথম দফায় ১৫,০০০/-(পনের হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন এবং মুরগী পালন করে সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেন। পরবর্তী আরও লাভের আশায় তিনি দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০/-(বিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে ০২টি পোল্ট্রি ফার্ম লিজ দেন। পরবর্তীতে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ১৫/০৫/২০১৬ইং তারিখে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নেন এবং তার পোল্ট্রি ফার্মে মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে রাশিদা খাতুনের পোল্ট্রি ফার্মে মুরগীর সংখ্যা ৫০০ টি। তার বড় মেয়ে অনার্স এবং ছোট মেয়ে হাইস্কুলে পড়ে। অত্র কার্যালয় থেকে ঋণ গ্রহণ করে রাশিদা খাতুন অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয়দের মাঝে আজ তিনি একজন সফল ও সাবলম্বী নারী।

সংগ্রামী রহিমা বেগম এর সফলতার গল্প

সদস্যের নাম : রহিমা বেগম ,
কেন্দ্র : উত্তর হাজরাকাটির
মোবাইল নং -

সংগ্রামী এক নারীর নাম রহিমা বেগম, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপ জেলার কেন্দ্রের নাম-উত্তর হাজরাকাটির, সদস্য। তিনি জীবন সংগ্রামে জয়ী এবং সাবলম্বী। সদস্যের এক ছেলে, এক মেয়ে, সে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ নেয়। ১টি সেলাই মেশিন কেনে, তারপর থেকে শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। তিনি সেলাই কাজের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই এর কাজ করেন এবং বাকি টাকা দিয়ে সিট কাপড় নিয়ে বিক্রয় করে। আশ-পাশের অনেক নারী জানালেন, পুরুষ দর্জির কাছে কাপড় তৈরী করতে গিয়ে ইতস্তত বোধ জাগে। কিন্তু রহিমা আপার কাছে মন খুলে কথা বলে পছন্দের পোষাক তৈরী করা যায়। নারী দর্জিদের কাছে পোষাক বানাতে নারীরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। প্রথম দিকে অনেক কিছুই সইতে হয়েছে রহিমা বেগমকে। কিন্তু সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প । আমরা চাই এমন কর্মঠ নারীদের সহযোগিতা করতে। তার সংসার ছিল আগে অস্বচ্ছল। খেয়ে না খেয়ে দিন যেত, এখন তিনি সেলাই মেশিনের কাজ করে ভাল ভাবে সংসার চালান। তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার ছেলে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে, মেয়েটা অনেক ছোট, এখন তার সংসার ভালভাবে চলে। তিনি এখন নিজেকে সাবলম্বী মনে করে।

মুরগি পালনে শাহিনুর বেগমের সফলতা

সদস্যের নাম:
স্বামীর নাম: আবারুন ইসলাম
কেন্দ্র: দুর্গাপুর এসএফডিএফ মহিলা-১
মোবাইল নং-০১৯৫৪৬৪৩৮৬১

শাহিনুর বেগম, স্বামী: আবারুন ইসলাম দুর্গাপুর এসএফডিএফ মহিলা-১ এর সদস্য তার পরিবারের সদস্য ৪ জন ছেলে ১ জন । ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখে ১ম দফায় ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে মুরগী পালন করেন। ২০/০৫/২০১৪ ইং তারিখে ২য় দফায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ ও মুরগী পালন করেন। ২০/০১/২০১৬ ইং তারিখে ৩য় দফায় ১৫,০০০(পনের হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে তিনি গাভী পালন ও মুরগী পালনকরেন । ঋণ গ্রহণের পর ৩য় দফায় ঋণের টাকা কাজে লাগিয়ে মুরগী পালনে লাভবান হয় । বর্তমানে মুরগী ৫০ টি, হাঁস ৫ টি ছাগল ১টি । ছেলে হাফিজিয়া পড়া লেখা করে। মুরগী পালন ও মৎ স্য চাষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর সদস্য শাহানুর বেগম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার দিক থেকে অনেক বেশি লাভবান হন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

পঞ্চগড় সদরের কৃষিকাজে সাবানা বেগমের সফলতা

মোছাঃ সাবানা বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় এর পূর্বকামাতপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মাঠ সংগঠক মোঃ তৌফিকুর রহমান এর পরামর্শে দারিদ্র বিমোচন এসএফডিএফ সম্প্রসারন প্রকল্পের পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের পূর্বকামাতপাড়া এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্র-৩ এর সদস্য হন। তিনি প্রথমে ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে তাঁর স্বামীকে দেন কৃষি কাজে সহযোগিতার জন্য দেন এবং লাভবান হন। দ্বিতীয় দফায় তিনি ২২,০০০/-(বাইশ হাজার টাকা) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তার স্বামীকে দেন কৃষি ভুট্টা লাগানো জন্য। তৃতীয় দফায় তিনি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে লাউ ও বেগুন এর চাষাবাদ করেন। বর্তমানে তিনি লাউ ও বেগুন বাজারে বিক্রি করছেন। তিনি কৃষি কাজের লাভ থেকে নিজেদের ভরণ-পোষন তাছাড়াও নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন। এখন তাদের সংসার ভালভাবে চলছে। এখন তারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তিনি আমাদের এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

জয়নুল হকের খড়ির দোকান

জনাব মোঃ জয়নুল হক পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় এর শেখপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চগড় সদর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশেই তাঁর খড়ির দোকান। তার স্ত্রী মাঠ সংগঠক মোঃ তৌফিকুর রহমান এর পরামর্শে এসএফডিএফ এর ধাক্কামারা এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্র-১ এর সদস্য হন। তিনি প্রথমে ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে খড়ির ব্যবসা চালু করেন। তাঁর ব্যবসা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ব্যবসার অধিক পুজিঁর প্রয়োজনে পঞ্চগড় সদর উপ-আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর সহযোগিতায় দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ব্যবসায়িক কাজে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নেন প্রথম দফায় ৫০,০০০/- হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা করছেন। তিনি পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে কম দামে খড়ি পাইকারি কিনে এনে দোকানে রাখেন এবং খুচরা বিক্রি করে লাভবান হচেছন। তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন। তিনি এসএফডিএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ।

জুলেখার ছেলের কর্মসংস্থান

আমি মোছাঃ জুলেখা দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর একজন সদস্য। আমি ভ্যান চালাতাম এই দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের সহায়তা ও পরামর্শ ক্রমে ঋণ গ্রহণ করি। আমি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে মুদির দোকান শু রু করি। এই দোকান থেকে দৈনিক তিন থেকে চারশত টাকা মুনাফা অর্জন হয়। এই দোকান থেকে আয় করে আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ের পড়া-লেখার খরচ চলে এবং পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করি। দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে জামানত বিহীন ঋণ গ্রহণ করায় আশা এবং ব্র্যাক অফিস থেকে আর কোন ঋণ গ্রহণ করি না, কারণ এখানে সুদের হার অনেক কম। আটোয়ারী উপজেলায় বাংলাদেশের মধ্যে উন্নতম দারিদ্র্য একালা হিসেবে চিহ্নিত। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এই এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প অফিস স্থাপন করায় এই দরিদ্র্য মানুষের জীকিকার পথ সুগম করেছে। অতএব , দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর আমি উন্নতি কামনা করি।

আত্মনির্ভরতাশীলতার পথে কুলসুম

মোছা: কুলসুম মৌসুমী পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার মুন্সিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে বসবাস করতেন। তার আর্থিক অবস্থা এতটাই সংকটাপূর্ণ ছিল যে, কোনরকমে খেয়ে-না খেয়ে দিন চলে যেত। এমন সময় তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ-সংগঠক মোছা: লিলিমা খাতুনের উদ্দীপনা পেয়ে কাচারীপাড়া এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্র-১২এর সদস্য হন। তিনি প্রথমে ১৫,০০০/-(পনের হাজার)টাকা ঋণ নেন এবং তার নিজস্ব জমানো সঞ্চয় দিয়ে একটি বিউটি পার্লার খুলেন। উক্ত পার্লারের আয় দিয়ে তিনি তার সংসার চালান ও আমাদের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। এভাবে তিনি ঋণ পরিশোধ করে আবারও ২৫,০০০/-(পচিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে একটি গাভী কিনেন। এতে তার ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ ভালভাবে চলে ও তার সংসারও ভালোই চলতে থাকে এবং পাশাপাশী তিনি পুজিও গঠন করেন। এরপর তিনি আবারও আমাদের প্রতিষ্টান থেকে ৪০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নেন ও তার জমানো টাকা দিয়ে তিনি পার্লারের ঘরটি পাকা করেন। তিনি পার্লারের আয় ও তার স্বদিচ্ছা দিয়ে যেভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন,এটা তার বাস্তব উদাহারণ । এজন্য তিনি এসএফডিএফ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমরাও তার উন্নতিও মঙ্গল কামনা করি।

মোসা: রেকসোনাসনর নার হাঁসের খামার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট থানার দলদলী ইউনিয়নের দক্ষিণ নামোটলা গ্রামের রেকসোনা কেন্দ্রের সদস্য, মোসা: রেকসোনা বেগম, স্বামী আফজাল হোসেন তিনি হত দরিদ্র হিসাবে গ্রামে পরিচিত ছিল। গ্রামে কেউ তার সহায় ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে তিনি মাঠ সংগঠক দিল আফরোজের পরামর্শে এসএফডিএফ এর প্রকল্পে প্রথম দফায় ১৫,০০০ (পনের হাজার টাকা), দ্বিতীয় দফায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা), তৃতীয় দফায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা) এবং চতুর্থ দফায় ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে হাঁসের খামার তৈরী করে। বর্তমানে তার খামারে ৫০০ শত হাঁস আছে। সেখনে প্রতিদিন ৩৫০টি হাঁস ডিম দেয়। সেই ডিম স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। এতে সে যেমন অর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে তেমনি তার পরিবার আত্মীয় স্বজন তাকে দেখে মুদ্ধ হয়ে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের সদস্য হয়ে ঋণ নিয়ে স্বচছলতার মুখ দেখেছে। বর্তমানে এসএফডিএফ যেমন স্বার্থক হয়েছে তেমনি এসব হত দরিদ্র লোক দারিদ্রতার কষাঘাত হতে মুক্তি পেয়ে সমাজে প্রতিষ্টিত হতে পেরেছে।

মিলি বেগমের অগ্রযাত্রা

মিলি বেগম
মোবাইল নং-০১৭৯৩৪৯৫২৭৮
কেন্দ্র – মিলি ক্ষুদ্র সমিতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোহালবাড়ি ইউনিয়ান,ভোলাহাট থানার কুমিরজান গ্রামে মিলি কেন্দ্রের সদস্য, মোসা: মিলি বেগম, স্বামী রাইজুল ইসলাম। তিনি গ্রামে অসহায় সম্বলহীন ছিল। তার সমাজে কোন মর্যাদা ছিলনা। তিনি একদিন এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ সংগঠক দিল আফরোজ এর নিকটে প্রথম দফায় ১৫,০০০ (পনের হাজার টাকা) ঋণ নেয় এবং পারিবারিক ভাবে ছাগল ও ভেড়া পালন শুরু করে। আস্তে আস্তে ছাগল ও ভেড়া থেকে লাভবান হয় এবং পরে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প হতে দ্বিতীয় দফায় ২০,০০০ (বিশ হাজার টাকা) এবং তৃতীয় দফায় ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে ছাগলের খামার তৈরী করে। বর্তমানে মিলি বেগম কুমিড়জান গ্রামের একজন সফল খামার প্রতিষ্ঠিতা হিসাবে সুপরিচিত। এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহন করে ভূমিহীন মানুষ যেমন আলোর মুখ দেখেছে তেমনি প্রতিষ্টিত হয়েছে। এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এর সহযোগিতায় ঋণ পেয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে মিলি বেগমের মতো অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গাভী পালনে সফল জাহিদুল ইসলাম

জাহিদুল ইসলাম
মোবাইল নং-০১৭১০৬০২৬১৬

গাভী পালনে সফল হয়েছেন মো: জাহিদুর ইসলাম, তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সদস্য। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা বিদ্যালয়ে যায়। তিনি ধান-চাউল এর ব্যবসা করে সংসার চালাতেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপ-অঞ্চল থেকে ১০/১০/২০১৫ ইং তারিখে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) ঋণ নিয়ে একটি গাভী ক্রয় করেন। তিনি গাভীটি ০১ (এক) বছর পালন করার পর বর্তমানে প্রতিদিন ওই গাভী থেকে ৭-৮ কেজি দুধ পান। তিনি প্রতিদিন গাভীগুলোর খাওয়া-দাওয়া পরিচর্যাসহ সবই নিজের হাতে করে থাকেন। বর্তমানে জাহিদুর ইসলাম এর একটি গরু ও দুইটি বাছুর আছে। যার বর্তমান মূল্য ১,৬০,০০০/-(এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা) | গাভী পালন করে জাহিদুর ইসলামের সংসারের জোগানে অনেক স্বচ্ছলতা এনেছে। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপ-অঞ্চল থেকে টাকা নিয়ে লাভবান হয়েছেন।

ছাগল পালনে ভাগ্যের পরিবর্তন

সদস্যের নাম: মোসা: সমরত বেগম,
কেন্দ্র: ডাইংপাড়া-৩
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ছাগল পালনে ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে বেশ সচ্ছল অবস্থায় দিন যাপন করছেন মোসা: সমরত বেগম, তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপ-অঞ্চলের ডাইংপাড়া-৩ কেন্দ্রের ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য । তার এক মেয়ে ও এক ছেলে। তিনি ২২/০৪/২০১৪ ইং তারিখে প্রথম দফায় ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে ০২টি ছাগল কিনেন। তা থেকে এক বছরে ০৫টি ছাগল হয়। কুরবানীর ঈদের সময় ০৩টি বিক্রি করেন এবং লাভবান হন। দ্বীতিয় দফায় ২০,০০০/-(বিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে এবার একটি গরু কিনেন এবং ০৮ মাস লালন-পালন করার পর ০১টি বাছুর হয়। সেটি বিক্রি করে তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি আবার তৃতীয় দফায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে ধানের গুড়া মুজুদ করে পরে বাজারে বিক্রি করেন। তিনি সংসারের অভাব দূর করতে দিনরাত নিরলস প্রশংসনীয় পরিশ্রম করে তার ভাগ্যের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে যাচ্ছেন তিনি এখন আর্থিকভাবে অনেক স্বচ্ছল। তার এর আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাছে চির কৃতজ্ঞ|

নাচোলের একরামুল এখন পাওয়ার টিলারের মালিক

সদস্যের নাম: জনাব মোঃ একরামুল হক,
পিতা- জমসেদ আলী,
মোবাইল নং-০১৭৫৮৬৬০৫৯১
গ্রাম- পিপড়াঁডাঙ্গা, ডাকঘর- মাধবপুর
থানা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জনাব মোঃ একরামুল হক, পিতা- জমসেদ আলী, মাতা- রাশেদা বেগম, গ্রাম- পিপড়াঁডাঙ্গা, ডাকঘর- মাধবপুর থানা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর দারিদ্র্য বিমোচন এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের একজন ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা ঋণের সদস্য। পূর্বে তিনি ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে ইঞ্জিন ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে জমা কৃত টাকা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যেক্তা ঋণ নিয়ে একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে পাওয়ার টিলার ক্রয় করে এক সিজনে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা আয় করেন। ইঞ্জিন ও পাওয়ার টিলার মিলে বছরে আনুমানিক ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা লাভ করেছেন এবং এই লাভের টাকা দিয়ে এক ছেলে ও এক মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং আরো এক ছেলে ও এক মেয়েকে লেখাপড়া করান। এর পাশাপাশি এক বিঘা জমি ও ক্রয় করেণ। তিনি দারিদ্র্য বিমোচন এসএফডিএফ কাযর্ক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের সর্বাঙ্গী মঙ্গল কামনা করেন।

হার না মানা এক অদম্য দম্পতীর গল্প

সদস্যের নাম: মোসাঃ জেমালী,
স্বামী- মোঃ ইউসুফ,
গ্রাম- হুলাশপুর, ডাকঘর- নাচোল,
থানা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোসাঃ জেমালী, স্বামী- মোঃ ইউসুফ, গ্রাম- হুলাশপুর, ডাকঘর- নাচোল, থানা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর দারিদ্র্য বিমোচন এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের একজন গনইর মহিলা সমিতি এর সদস্য। পূর্বে অনেক এনজিও থেকে ঋণ গ্রহন করেছেন। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প জামানত বিহীন ও কম সার্ভিস চার্জে ঋণ দেওয়া হয় এবং এই সমিতি থেকে প্রথমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে পোল্ট্রি ব্যবসা করে খুবই লাভবান হন এবং সার্ভিস চার্জ সহ ঋণ পরিশোধ করতে সামর্থ হন। পরবতীর্তে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে গাভী পালন করে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা লাভ করেন এবং সেই লভ্যাংশ দিয়েই ঋণ পরিশোধ এবং বাড়ি তৈরি করে। তার স্বামী একজন কৃষক এবং তৃতীয় বার ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে গরু ও কিছু কৃষি জমি চাষাবাদ করে। তিনি বাড়িতে গাভী লালন পালনে ও কৃষি ক্ষেতে তার স্বামীকে সহযোগীতা করে। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে তাদের পড়াশুনা খরচ ও সংসার খরচ চালানো তার পক্ষে খুবই সহজ হয়। তিনি তার বড় সন্তানকে লেখাপড়া শেষ করে প্রাইমারীর পিয়ন পদে চাকুরী নিয়ে দিতে সমর্থ হন। তার সংসার এখন খুবই সুখী। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করেন।

দর্জির কাজ করে সাবলম্বী খাতিজা বেগম

সদস্যের নাম: খাতিজা বেগম
গ্রাম: পিঠালিতলা,
উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার খাতিজা বেগম পিঠালিতলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি অতি দরিদ্র্য পরিবারে বসবাস করেন। এক সময় কিছুই ছিলো না তার। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। তিনি সেলাইয়ের কাজ জানতেন কিন্তু সেলাই মেশিন কেনার সামর্থ ছিলনা। এমন এক সময় তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাঠ সংগঠক মোছা: মর্জিনা খাতুন এর পরামর্শে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গ্রাম কেন্দ্র পিঠালিতলা ক্ষুদ্র কৃষক মহিলা কেন্দ্র-১৬ এর সদস্য হন। তিনি প্রথমে ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনেন এবং প্রতিবেশিদের পোশাক সেলাই করতে শুরু করেন। তার দৈনিক আয় থেকে নিজেদের ভরন-পোষন ও কিস্তি পরিশোধ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় দফায় ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা) ঋণ নেন। তার স্বামীকে একটি আখ পিড়ানো মেশিন কিনে দেন। সেলাইয়ের কাজ করে খাতিজা বেগম তার সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছে। তার সংসারের অভাব দূর হয়েছে। এখন তারা স্বয়ং -সম্পূর্ণ তারা এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা তাহার উজ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

ফাতেমা বেগমের মুদির দোকান

সদস্যের নাম: ফাতেমা বেগম
গ্রাম: পিঠালিতলা,

উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

কেন্দ্র: পিঠালিতলা ক্ষুদ্র কৃষক মহিলা কেন্দ্র-২০

পিঠালিতলা গ্রামের বাসিন্দা ফাতেমা বেগম তার সন্তান ও স্বামীসহ বাস করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ।, তাদের কোনো জমি বা উৎপাদক্ষম কোনো সম্পদ নেই। তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের পিঠালিতলা ক্ষুদ্র কৃষক মহিলা কেন্দ্র-২০ একজন সদস্য। তিনি প্রকল্পের মাঠ সংগঠক মোছা: মর্জিনা খাতুন এর পরামর্শে প্রথমে ১৫,০০০/-(পনের হাজার টাকা) ঋণ নিয়ে মুদির দোকান দেন এবং মুদির দোকানে মালামাল তোলেন। তিনি তার আয় থেকে সংসারের কাজেও ব্যয় করেন ও কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। দ্বিতীয় দফায় ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা) ঋণ নেন এবং তার স্বামীকে দিয়ে হরেকমাল ব্যবসায় টাকা খাটান। দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং একটি মুদি দোকানের মালিক হতে পেরে নিজে খুবই গর্বিত।

কৃষাণী শাহানাজের সবজি চাষে সাফল্য আসে

সদস্যের নাম মোসা: শাহানাজ,
স্বামীর নাম: খলিলুর রহমান
কেন্দ্রের নাম বড় বামিশা দক্ষিণ কৃঃ মঃ কেন্দ্র-০১
মোবাইল নং ০১৯২১-৭৬৭০১২

সদস্যের নাম মোসা: শাহানাজ, কেন্দ্রের নাম বড় বামিশা দক্ষিণ কৃঃ মঃ কেন্দ্র-০১ স্বামীর নাম: খলিলুর রহমান সদস্যার মোবাইল নং ০১৯২১-৭৬৭০১২ মোসাঃ শাহানাজ বেগমের নিজের কোন জমি নাই। অন্যের জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ করত। তার সংসারে অভাব অনটন থাকতো। সে দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপ-অঞ্চল হতে প্রথম দফায় ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে স্বল্প পরিমান জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ শুরু করে। পরে ঐ আয়ের সাথে দ্বিতীয় দফায় ঋণ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা) গ্রহন করে আরো বাড়তি জমি লিজ নিয়ে একটু বড় আকারে সবজি চাষ করে। বর্তমানে শাহানাজ বেগম তৃতীয় দফায় ঋণ এবং বিগত আয়ের সাথে যোগ করে, সে প্রায় ১২০ শতাংশের জমির মধ্যে টমেটো চাষ করে। এখন তাহার এক মেয়ে পড়াশোনা করছে এবং আরেক জন ৮ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা দিতেছে। তার ছেলে রাজমিস্ত্রি কাজ করছে। তাহার এই আয় দিয়ে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের খরচ চালিয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে তিনি অনেক ভাল আছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ

হাবিবুর রহমানের আয় বাড়ছে

সদস্যের নাম-মো: হাবিবুর রহমান
কেন্দ্রর নাম-ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ঋণ কার্যক্রম-১
মোবাইল নং-০১৮৩৭১১৮২০০

কেন্দ্রের নাম ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম-১ মোঃ হাবিবুর রহমান আগে থেকে ঔষধ ব্যবসা করতেন। সদস্য মোবাইল নং ০১৮৩৭-১১৮২০০। তবে ব্যবসাটি ছিল ছোট আকারে। তাহার স্ত্রী ও এক মেয়ে পরিবারের সদস্য ৩ জন। তাহার এই ব্যবসার আয় দিয়ে তেমন সংসার চলতো না। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম হতে ১ম দফা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা নিয়ে সে বড় আকারে ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে তাহার দৈনিক বিক্রি ৪,০০০-৫,০০০ টাকা তা থেকে তাহার মাসিক আয় প্রায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা)। এখন মাসিক কিস্তি পরিশোধ করে সংসার চালিয়ে তাহার মাসে প্রায় ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার মত আয় করতে পারছে। এ ঋণ নিয়ে সে অনেক উপকৃত হয়েছে। এখন সে একজন সফল ব্যবসায়ী।

পেয়ার আহম্মদ সফল ব্যবসায়ী

সুফলভোগীর নামঃ মো: পেয়ার আহম্মদ
পিতা-মৃত-নূর হোসেন
কেন্দ্রর নাম: মনোহরগঞ্জ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
গ্রাম: হাটির পাড়
মোবা:০১৯৪০৯৮৭৮০০

জনাব মো: পেয়ার আহম্মেদ এর পূর্বের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ঋন নিয়ে দোকানে মালামাল উঠান। প্রথম দফায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) নিয়ে নিয়মিত পরিশোধ করেন। এখন তিনি দ্বিতীয় দফায় ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) ঋণ নেন। জনাব মো: পেয়ার আহম্মদ এর পূর্বের অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ছেলেদেরকে কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে, দ্বিতীয় দফায় ঋণ নিয়ে তিনি পুকুরে মাছ চাষ করেন। তিনি এখন অনেক ভাল আছেন। মনোহরগঞ্জ বাজারে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

হালিমা এখন দু'টি গাভীর মালিক

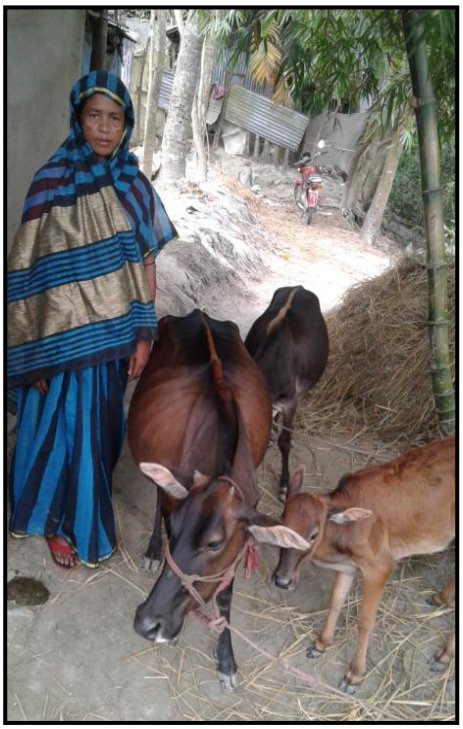

সুফলভোগীর নামঃ মোসা: হালিমা বেগম
স্বামী-আব্দুল মান্নান
কেন্দ্রর নাম: পোমগাঁও ক্ষুদ্র কৃষক মহিলা কেন্দ্র -০১
গ্রামঃপোমগাঁও
মোবা:০১৭৬৪৪১২৩৩৭

পোমগাঁও ক্ষুদ্র কৃষক মহিলা কেন্দ্র-০১ সদস্য মোসা: হালিমা বেগম এর পূর্বের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারতো না। পড়াশুনার খরচ যোগাতে অক্ষম ছিল। এখন দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ঋন কার্যক্রম হতে ১ম দফা ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ঋন নিয়ে একটি গাভী কিনেন। সে গাভীর দুধ বিক্রয় করে। হালিমা বেগম এখন পূবের চেয়ে অনেক ভাল আছেন। দ্বিতীয় দাফায় ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ঋন নিয়ে আরো একটি গাভী কিনেন। এখন হালিমা বেগমের দুটি গাভী, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ এখন দিতে পারছে। তিনি এখন অনেক ভাল আছেন।

দীশাহীন জীবনে আলোর ছায়া

সদস্যের নাম: জাবেদা বেগম
কেন্দ্র:

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মুখ থুবড়ে পড়া জোবেদাকে এখন আর পেছন ফিরে তাকাতে হচ্ছে না। দারিদ্র বিমোচনে এসএফ ডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারনের প্রকল্পের বিষরা খান্নাপাড়া এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্র তাঁকে আলোর পথে এগিয়ে দিয়েছে আশার দিশা হয়ে বাঁচার অবলম্বনে সৃষ্টি করেছে। অসহায়ত্ব থেকে তুলে আত্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে।"

কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা সদরের নিকটবর্তী গ্রাম বিষরা খান্নাপাড়া। ২০১৪ সালে এই উপজেলা দারিদ্র বিমোচনা এসএফ ডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। জোবেদা বেগমের বাড়ী বিষরা খান্নাপাড়া গ্রামে নাঙ্গলকোট উপজেলা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বের মেঠো পথ। এই গ্রামের সংগ্রামী নারী জোবেদা বেগম অতি অল্প বয়সেই বিয়ের পিড়িতে বসেন। দাম্পত্য জীবনের স্বাদ আহ্লাদ পূরনের আগেই কর"ন পরিনতি নেমে আসে জোবেদা বেগমের জীবনে। স্বামী দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ড় হয়ে অকালে মারা যান। তাঁর স্বামী আয় রোজগারে কারনে তাঁদের সংসার সচ্ছল ছিল। জোবেদা বেগমের দুটিমেয়ে ছিল। তাঁর চোখে ভরা স্বপ্নছিল মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু জোবেদা বেগমের সেই সুখস্বপ্ন আর বাস্ড়বতার আলো দেখেনি। স্বামী চিকিৎসার খরচ জোটাতে গিয়ে জোবেদা বেগম সর্ব শান্ড় হয়ে পড়েন। স্ত্রী ও নাবালক দুই সন্ড়ানকে রেখে ২০০২ সালে তার স্বামী মারা যান। মৃত্যুতে স্ত্রী জোবেদা বেগম দিশাহারা হয়ে পড়েন।

একদিকে স্বামীর মৃত্যুশোক, অন্যদিকে সন্ড়ানদের লালন পালন করার দুর্ভাবনায় কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি শোক কাটিয়ে সন্ড়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্র"তই নিজেকে শক্ত করে তুললেন। মনস্থির করলেন শিশু দুটিকে মানুষ করেতে তুলতে হবে। সেজন্য উর্পাজনের পথে নেমে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। সন্ড়ানদের স্কুলে ভর্তি করে পড়ালেখা শুর" করানোর উপায় খুঁজতে থাকেন। জোবেদা বেগম পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমির আয়, ভাইদের সাধ্যমতো সাহায্য, এসব মিলিয়ে ও কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না তিনি চারিদিকে হতাশার কালো ছায়ার মত মনে হয় তাঁকে, গ্রাস করে ফেলতে চায়। সন্ড়ানদের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে নিরবে অশ্র"পাত করা যেন এখন তাঁর নিজ দিনের সঙ্গী। আবার আশায় বুক বাঁধে মাথা উঁচু করে দাড়াতে চান। এরই মধ্যে দক্ষিন বিষরা খান্নাপাড়া গ্রামে দারিদ্র বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারন প্রকল্পের উদ্যোগে সমিতি গঠনের খবর পান। গ্রামের অসহায় দারিদ্র মানুষদের নিয়ে শুর" হওয়া সমিতির সদস্য হয়ে যান জোবেদা বেগম। একাকী অসহায় জোবেদা বেগম এবার অনেকের সঙ্গে সুখ দুঃখ ও আনন্দ - বেদনা ভাগাভাগি করার সুযোগ পেলেন। সমিতি ভূক্ত ২০ জনের মধ্যে আলাপ আলোচনায় নিজেকে বেশ আশাবাদী করে তুললেন। জোবেদা বেগম, জীবন সংগ্রাম সাহসী হবার প্রেরনা পেলেন তিনি। ২০ টি পরিবার ২০ জন মানুষ যেন এখন একই সুতোয় গাঁথা। জোবেদা বেগম এর হতাশা দূর হয়ে যেতে থাকলো, আশার আলো উঁকি দেয় তাঁর জীবনে। শরীর ও মনে শক্তি ফিরে পেতে থাকেন তিনি।

কষ্টে-সৃষ্টি সঞ্চয়ের কিস্ড়ি জমা দিতে থাকেন। সমিতির সদস্যদের আস্থা সৃষ্টি হলে তারা জোবেদা বেগম এর দুরবস্থা দেখে ঋন গ্রহনের আবেদন অনুমোদিন করেন। তিনি ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋন গ্রহন করেন। ঋনের অর্থে তিনি বাশ ক্রয় করলেন। কারন তিনি বাঁশ দ্বারা তৈরি অনেক কিছু বানাতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চাঁটাই মোড়া, খাঁচি, ডালি, পলো, বেতের মাদুর ইত্যাদি।

কিছুদিন পরই জোবেদা বেগমের উপার্জন শুর" হলো। সে নিজে নিজে বাঁশ দ্বারা তৈরি অনেক জিনিস বাজারে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন। এর থেকে তাঁর আয়ের উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল । এবার তার মেয়েদের কে লেখাপড়ায় মনো নিবেশ করান। ভর্তি করে দেন স্কুলে। তিনি এখন আর নিরাশায় হতাশায় হয়ে যান না। অন্ধকারে মুখ বুঝে অশ্র" ঝরান না। জোবেদা বেগম এখন নিজের ভেতর যত্নে লালিত স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলা একজন নারী। তাঁর জীবনের কালো মেঘ সরে গেছে। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মুখ থুবড়ে পড়া জোবেদা বেগম কে এখন আর পেছন ফিরে তাকাতে হচ্ছেনা। এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্র তাঁকে আলার পথে এগিয়ে দিয়েছে, আশার দিশা হয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর জীবনে। দারিদ্র বিমোচনা এসএফডিএফ কাযক্রম সম্প্রসারন প্রকল্প ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশান তাঁর বাঁচার অবলম্বন সৃষ্টি করেছে। অসহায়ত্ব থেকে তুলে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সংস্পর্শে না পেলে তাঁর জীবনের কি হাল হতো তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠেন। এজন্য তিনি প্রকল্পের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন।

জোবেদা বেগম মনে করেন, দারিদ্র বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারন প্রকল্প ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাইন্ডেশন তাঁর আকস্মিক অধঃ পতিত পরিবারকে টেনে তুলতে কার্যকর ভাবে সহায়তা করেছে। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রকল্পে দেশের কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আলোর দিশা হয়ে এগিয়ে নিবে এটাই আশা।

সাফল্যের আলোয় আলোকিত ছালে আহাম্মদ

প্রতিটি গ্রামে একটি করে উৎপাদনমুখী ভ্রাম্যমান ধান ভাঙ্গার হলার তৈরী করতে পারলে দরিদ্র মানুষের যে, আত্ন কর্মসংস্থান হয় তারই বাস্ড়ব প্রমান কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলায় চাঁন্দগড়া গ্রামের একজন সফল উদ্যোক্তা ছালে আহাম্মদ। তিনি কঠোর পরিশ্রমী একজন ব্যক্তি। দারিদ্র্যের সাথে নিরন্ড়র যুদ্ধ করে টিকে থাকা ছালে আহাম্মদ জীবনকে গড়ে তুলেছেন সুন্দর আবহে। তিনি হঠাৎ জানতে পারলেন নাঙ্গলকোট উপজেলায় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ক্ষদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডশন থেকে স্বল্প সুদে মাসিক কিস্ড়িতে ঋন প্রদান করা হয়। তাই তিনি তার আর্দশ মা, দুই ছেলের সাথে আলোচনা করে তিনি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশেনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ঋনের সদস্য হন। সদস্য হয়ে প্রথমে ২০১৫ সাল অক্টোম্বর মাসে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) ঋন গ্রহন করে। এই টাকা দিয়ে তিনি একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করেন, পওয়ার টিলার দিয়ে তিনি নিজের জমি এবং অন্যের জমি চাষ শুর“ করেন। পরবর্তিতে বর্ষা মৌসুমে তাকে এবং তার সন্ড়ানদের বসে সময় কাটাতে হয় হঠাৎ তার মাথায় চিন্ড়া হল এই বর্ষা মৌসুমে বসে না থেকে বিকল্প কোন আয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ? তিনি চিন্ড়া করলেন তার পাওয়ার টিলার আছে এতে অন্য কোন মেশিন সংযোগ ঘটিয়ে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। তিনি পাওয়ার টিলারের সাথে ধান ভাঙ্গানোর মেশিন সংযোগ করে আয়ের ব্যবস্থা করেন। তার দুই ছেলে এবং সে নিজে অন্যের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ধান ভাঙ্গা শুর“ করেন এতে করে তার প্রতি দিন গড়ে ২,০০০/- হাজার থেকে ৩,০০০/- হাজার টাকা খরচ বাদ দিয়ে আয় থাকে এতে তার মাসিক কিস্ড়ি দিতে কোন সমস্যা হয় না। পাশাপাশি তিনি কিস্ড়ি দেওয়ার পরে অবশিষ্ট টাকা সঞ্চয় করেন এবং ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে ৫০,০০০/- টাকা ঋন গ্রহন করেন। সে সেই টাকা দিয়ে তিনি চারটি ষাঁড় গর“ ক্রয় করে গর“ মোটাতাজা করন করে কোরবানি ঈদে বিক্রি করবেন। এতে তিনি অনেক লাভবান হবেন এবং সুখে শান্ড়িতে স্বচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করবেন এটাই তার প্রত্যাশা

ছালে আহাম্মদ বলেন, আমি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋন নিয়ে কাজে লাগিয়ে এখন আমি সাফল্যের আলোয় আলোকিত হয়েছি।

আত্মবিশ্বাসী এ সংগ্রামী উদ্যোক্তার নাম মোসাঃ বদরের নেছা।

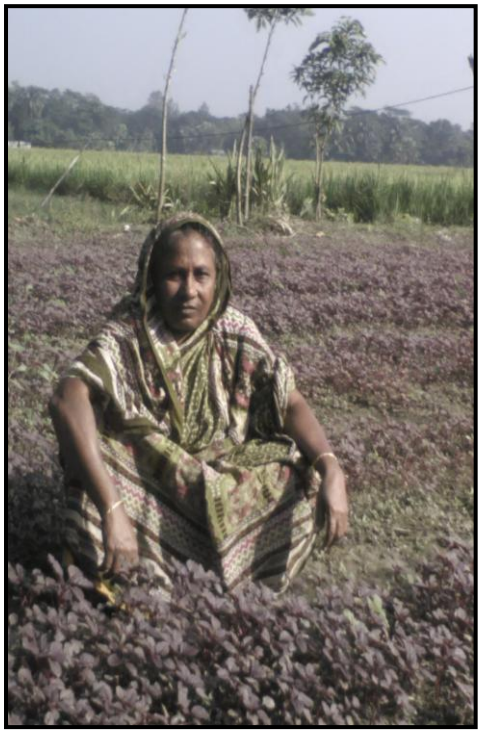

দারিদ্র্য বিমোচনা সবার জন্য এটি একটি কল্যানকর পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে নিজের মধ্যে আত্ন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। তিনি মনে করেন, তাঁর মতে এমন অনেক নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে এই প্রকল্প ইতি বাচক ভুমিকা রাখবে।

কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার ধাতীশ্বর গ্রামের একজন সফল কৃষানী বদরের নেছা । কঠোর প্ররিশ্রমী রমনী সংসারের অভাব দূর করতে দিন -রাত খেটে যান। নিজের সামান্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে একই জমিতে কয়েক প্রকারের ফসল ফলিয়ে চলেছেন প্রতি বছর। অবশ্য একাজে তার স্বামী ও সন্ড়্নদের সহযোগিতা পান। তিনি এখন নাঙ্গলকোট সদরের ধাতিশ্বর এসএফডিএফ মহিলা কেন্দ্রের একজন সফল সদস্য হন। সবজি চাষে অভাব দূর করে তিনি এখন সমিতির অন্যান্য সদস্যদের কাছে রীতিমত অনুসরনীয় হয়ে উঠেছেন। সংসারের অনটন ঘুচাতে ২০১৫ সালের ২৯ শে মার্চে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মহিলা কেন্দ্রের সদস্য হন। তিনি সদস্য হয়ে সবজি চাষের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি ২০ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করেন, তিনি এ টাকা দিয়ে বিভিন্ন মৌসমী সবজি চাষ করেন। প্রথমে আগষ্ট - সেপ্টেম্বর এই দুই মাসে শষা চাষ করে তার আর্থিক লাভ হয় ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা। পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় দফায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋন নিয়ে বড় পরিসরে লাল শাক চাষাবাদ করেন। বর্তমানে লাল শাক আবাদ করে তার দ্বিগুন টাকা লাভ হবে বলে তিনি আশা করেন। আগের তুলনায় তার নিত্যদিন গুলো ভাল ভাবে কাটছে।তিনি মনে করেন, এই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গরিব মানুষের ভাগ্যে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এসএফডিএফ ক্ষুদ্র গরিব কৃষকদের জন্য আর্শিবাদ স্বরুপ।

নব-উদ্দ্যমে উন্নয়নের ছোঁয়ায় “সিতারা বেগম”

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার উপজেলা সদরের অন্তর্গত সুজানগর একটি পিছিয়ে পড়া অবহেলিত গ্রাম। এ গ্রামে দিনমজুরছিদ্দিকুররহমান(৫৩)-এর স্ত্রী সিতারা বেগম (৩৩)। স্বামী ও তিন মেয়ে বিলকিস (২২), হাফিজা (২০), খাদিজা (১৮) এবং এক ছেলে ইব্রাহীম (১১)-কে নিয়ে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে অত্যন্ত প্রতিকুলতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করছিলো। নিজস্ব কৃষি জমি না থাকায় ৫৩ বছর বয়সী ছিদ্দিকুর রহমানের পক্ষে পরিবারের দৈনন্দিন খাওয়া-পরার চাহিদা মেটানোও সম্ভব হতোনা। ফলে সিতারা বেগম মানুষের বাড়িতে গৃহ-পরিচালিকার কাজ করতে হত। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য ছিল না। এমনি সময়ে ১০-০৪-২০১৪ইং তারিখে সুজানগর গ্রামে শুরু হয় বাংলাদেশ সরকারের “দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প”-এর কার্যক্রম। সে সময় সিতারা বেগম “সুজানগর মহিলা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র-০১” এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সমিতির নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহনের মাধ্যমে কিভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে অবহিত হন তিনি। এক পর্যায়ে তিনি “দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প” থেকে প্রথম মেয়াদে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহন করেন। এই টাকার সাথে নিজের সঞ্চিত কি ছু টাকা যুক্ত করে একটি গরুর বাছুর ক্রয় করেন এবং লালন-পালন শুরু করেন। কিছুদিন পরে “দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প” থেকে গবাদি-প্রানি ও হাঁস-মুরগী পালনের উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহন আর পরিপুর্ন ও শুষ্ঠরুপে পশুপালন শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফাতে গরুটি বিক্রয় ক রতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিতী য় মেয়াদে ২০০০০ (বিশ হাজার) টাকার ঋণের সাথে পুর্বের গরু বিক্রির টাকা যোগ করে আরও একটি গরু ক্রয় করেন। ঈদুল আযহা ২০২৬ তে উক্ত গরুটি বিক্রয় করে প্রভুত মুনাফা অর্জন করেন। “দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প” থেকে বসত ভিটায় শাকসবজি চাষের উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শাকসবজি চাষ শুরু করেন। যার ফলে তিনি পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পুরন করে অতিরিক্ত সবজি বাজারে বিক্রয় করে মুনাফ অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি তৃতীয় মেয়াদী ঋণের সদস্য। তার এক মেয়ে এক ছেলে স্কুলে যায়। নিদারুণ দারিদ্র্য কে তিনি মকাবেলা করেছেন তার কোঠর পরিশ্রম দ্বারা। আর এভাবেই তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প”-এর থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহন করে তার ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে সক্ষম হয়েছেন।

আলীরাজ মিয়ার সন্তুষ্টি

সদস্যর নাম: মো:আলীরাজ মিয়া
পিতার নাম: মৃত নূর মিয়া
গ্রাম-সমীপুর, ডাকঘর-আজমিরীগঞ্জ
উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।
মোবাইল নম্বর -০১৭১৭-৩০২০৫৮
কেন্দ্রের নাম -আজমিরীগঞ্জ এসএফডিএফ এমই কেন্দ্র-০১

জনাব মোঃ আলীরাজ মিয়া প্রথম দফায় ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) ঋণ গ্রহণ করে তার দোকানে পূর্বের তুলনায় বেশি মালামাল ক্রয় করেন। এবং পূর্বে যে সকল পণ্য না পাওয়া যেত, নতুন করেও সেগুলো দোকানে রাখায় নতুন নতুন খরিদ্দার দোকানে আসেন। এবং ঠান্ডা ও কোক জাতীয় পণ্য দোকানে রাখায় কলেজ টাইমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় থাকে। তিনি ২য় দফায় পুনরায় ৫০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করে তাঁর দোকানে পূর্বের তুলনায় বেশী মালামাল ক্রয় করেণ। তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং তাঁর ব্যবসাকে পূর্বেও তুলনায় বৃদ্ধি করেছেন। তিনি প্রতিমাসে দোকানের মালামাল বিμয় করে ৩০,০০০ টাকা লাভ করেন। এবং প্রতি বছর শেষে লাভ হয় ৩,৬০,০০০ থেকে ৪,০০০০০/-টাকা। এসএফডিএফ সম্পসারণ প্রকল্পের ঋণের সুদেও হার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে কম হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সবসময় এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে থাকার আশা প্রকাশ করেন।

স্বামী পরিত্যাক্তা মোর্শেদা এখন সাবলম্বী

সদস্যের নাম: মোর্শেদা আক্তার মিতু
সদস্য কোড: ৩৬৭৭-০০৪-০১৪
কেন্দ্রের নাম: রাজাবাদ এস.এফ.ডি.এফ মহিলা কেন্দ্র-০১

উক্ত সদস্য স্বামী পরিত্যাক্তা একজন নারী। তার ইচ্ছে ছিল নিজে সাবলম্বী হওয়া। সে বাড়িতে সল্প পরিসরে হাঁস, মুরগি পালন করত। তাতে তার অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। তিনি আমাদের সংস্থার'র কথা জানতে পেরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমরা তার সাথে পরামর্শ করে রাজাবাদ এস.এফ.ডি.এফ মহিলা কেন্দ্র-০১ কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে ভর্তি করি। সদস্য মোর্শেদা আক্তার মিতু আমাদের সংস্থার কাছ থেকে ১ম দফায় ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঋণ গ্রহণ করে তার খামারে বিনিয়োগ করেন। মুনাফা দিয়ে ১ম দফার ঋণ ঠিক মতো পরিশোধ করায় তাকে ২য় দফায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা মাত্র) ঋণ দেওয়া হয় এবং সে টাকাও তার খামারে বিনিয়োগ করেন। খামার থেকে বাড়তি আয়ের টাকা দিয়ে ২য় দফার ঋণের টাকা ঠিক মতো পরিশোধ করেন। এখন তিনি মোটামোটি স্বচ্ছল। তার কর্মে মনোনিবেশ দেখে আমরা তার থেকে জানতে পারি কিছু জমানো টাকা এবং আমাদের সংস্থা থেকে ঋণের টাকা নিয়ে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান দেবে। তার আগ্রহ দেখে তাকে ৩য় দফায় ৪০,০০০/- (চলি-শ হাজার টাকা মাত্র) ঋণ দেওয়া হয়। সে কথা মতো ঋণের টাকা দিয়ে মুদি দোকান দেন। তার দোকানের বিক্রি ভাল থাকায় তিনি ঋণের টাকা ঠিক মতো পরিশোধ করে আসছেন। তিনি এখন অনেকটাই স্বাবলম্ভী একজন নারী উদ্যোক্তা।

আমাদের সংস্থার দেওয়া স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি নিজে এবং প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বর্তমানে তার আর্থিক অবস্থা ভাল এবং তিনি সুখে শান্তি দিন যাপন করছেন।

রুপালীল বাশেঁর তৈরী জিনিসপত্র

সদস্যের নাম: রুপালী সরকার
সদস্য কোড: ৩৬৭৭-০১৯-০০৯
কেন্দ্রের নাম: কালিপুর এস.এফ.ডি.এফ মহিলা কেন্দ্র-০১

উক্ত সদস্য এবং তার স্বামী বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র তৈরী করতে পারেন। কিন্তু তাদের বাঁশ ক্রয় করার সামর্থ ছিলনা। তাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিলনা। আমাদের সংস্থার কথা জানতে পেরে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমরা তার সাথে পরামর্শ করে কালিপুর এস.এফ.ডি.এফ মহিলা কেন্দ্র-০১ কেন্দ্রের সদস্য করি। সদস্য রুপালী সরকার আমাদের সংস্থার কাছ থেকে ১ম দফায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা মাত্র) ঋণ গ্রহণ করেন এবং সে টাকা তার কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তিতে তার আয় মোটামোটি ভাল থাকায় তিনি নিয়মিতভাবে তার সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং কিছু টাকা বছরশেষে জমা করেন। তার কর্ম পরিকল্পনা এবং পরিশ্রম দেখে আমাদের সংস্থার কাছ থেকে ২য় দফায় ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঋণ গ্রহণ করেন। জমানো টাকা এবং ঋণের টাকা কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করেন। তাতে তার বর্তমান আর্থিক অবস্থা অনেকটাই ভাল। তিনি নিয়মিত ঋণের টাকা সাপ্তাহিক পরিশোধ করে আসছেন।

আমাদের সংস্থার দেওয়া শাক-সব্জি চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার বাড়ির সামনে একটি শাক, সব্জির ক্ষেত তৈরী করেন। তা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শাক, সব্জির চাহিদা মেটে। বাকি শাক, সব্জি বাজারে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। বর্তমানে তারা আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বচ্ছল।

এক জন সফল যুবকের কথা

আকলু মিয়া পোল্ট্রি ফার্ম

বেগম রুনা বেগম, ভাইঃ আকলু মিয়া, কেন্দ্র- গুজারাই মহিলা কেন্দ্র, চাঁদনীঘাট, মৌলভী বাজার ,মোবাইল নাম্বার ০১৭৭১-৭১২১৮৪,তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এস এফ ডি এফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের গুজারাই মহিলা কেন্দ্রর সদস্য, দারিদ্র্য বিমোচনে এস এফ ডি এফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে ১ম দফায় তাকে ১৫০০০/-(পনের হাজার টাকা) ঋণ দেওয়া হয়, টাকা দিয়ে তার ভাই **আকলু মিয়া** ১০০ হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করে, হাস পালন শুরু করে । কিছু দিন সে হাঁসের বাচ্চা লালন-পালন করার পর তা প্রায় ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার টাকা) বিক্রি করে লাভবান হন।পরবর্তীতে তাকে ২য় দফায় ২৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয় এবং ৩য় দফায় রুনা বেগমের ভাই আকলু মিয়াকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) ঋণ প্রদান করা হয় । ঋণের টাকা দিয়ে আকলু মিয়া আরো হাঁস কিনে পালন করছে । বর্তমানে তার হাঁসের সংখ্যা প্রায় ১০০০ টি। হাঁস পালন করে বর্তমানে আর্থিক দিক দিয়ে সে অনেক স্বচ্ছল এবং স্বাবলম্বী যুবক।